ঝিনাইদহে বিশ্ব মৃত্তিকা দিবস উদযাপন

‘সুস্থ শহরের জন্য স্বাস্থ্যকর মাটি’- এই শ্লোগানকে সামনে রেখে ঝিনাইদহে উদযাপিত হয়েছে বিশ্ব মৃত্তিকা দিবস। রোববার সকালে সদর উপজেলার আলহাজ্ব মশিউর রহমান ডিগ্রি কলেজ মিলনায়তনে এ উপলক্ষে আলোচনা সভা ও কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে এবং পিকেএসএফ-এর সহযোগিতায় অনুষ্ঠানটি আয়োজন করে আরআরএফ।

ইকড়া পরিবেশ ক্লাবের সভাপতি সবির হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কোটচাঁদপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জাহিদ হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ মৃত্তিকা সম্পদ ইনস্টিটিউটের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা শারমিন রহমান এবং আলহাজ্ব মশিউর রহমান ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ মোস্তফা শাহিদ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড আরইসিপি কর্মকর্তা বাপ্পী অধিকারী।

অনুষ্ঠানের শুরুতে কলেজ প্রাঙ্গণ থেকে একটি র্যালি বের করা হয়। র্যালিটি শহরের বিভিন্ন স্থান প্রদক্ষিণ করে কলেজ প্রাঙ্গণে এসে শেষ হয়। পরে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তারা মাটি সম্পদ রক্ষায় সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। চাষী পর্যায়ে জমি চাষের আগে মাটি পরীক্ষা করে জমির গুণগত মান নির্ণয় এবং সে অনুযায়ী সার ব্যবস্থাপনার ওপর জোর দেন তারা।

আলোচনা সভার শুরুতে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এবং শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

ঝিনাইদহে হানাদার মুক্ত দিবস

পালন

শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় ঝিনাইদহে পালিত হলো হানাদারমুক্ত দিবস। ১৯৭১ সালের এই দিনে ৬ ডিসেম্বরপাক হানাদার বাহিনীকে পরাজিত করে মুক্তিকামী সাহসী মুক্তিযোদ্ধারা ঝিনাইদহকে মুক্ত ঘোষণা করেন। শনিবার (৬ ডিসেম্বর) সকালে দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে শহরের পুরাতন ডিসি কোর্ট চত্বর থেকে জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের উদ্যোগে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের করা হয়। র্যালিটি শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে চুয়াডাঙ্গা বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে শেষ হয়।
পরে মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিসৌধ প্রাঙ্গণে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এতে গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান, ঝিনাইদহের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক এ বি এম খালিদ হাসান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইমরান জাকারিয়া, জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ জেলা কমান্ডের আহ্বায়ক আব্দুল মজিদ মাস্টার, যুগ্ম আহ্বায়ক কামালুজ্জামান, জেলা দোকান মালিক সমিতির সভাপতি আনোয়ারুল ইসলাম বাদশাসহ অন্যান্য বক্তারা বক্তব্য রাখেন। সেসময় বক্তারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করে দেশপ্রেমে উজ্জীবিত হওয়ার আহ্বান জানান। তারা বলেন, শহীদদের ত্যাগকে স্মরণ করে প্রজন্মকে দেশ গড়ার কাজে সম্পৃক্ত করতে হবে। স্বাধীনতার চেতনাকে সমুন্নত রাখা এবং মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরাই হবে আজকের প্রতিজ্ঞা।

ঝিনাইদহে পরিবার কল্যাণ সেবা সপ্তাহের উদ্বোধন

‘পরিকল্পিত পরিবার নিরাপদ মাতৃত্বের অঙ্গীকার’ এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ঝিনাইদহে শুরু হয়েছে পরিবার কল্যাণ সেবা সপ্তাহ।

শনিবার (৬ ডিসেম্বর) সকালে জেলা মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে ফিতা কেটে ও বেলূন উড়িয়ে সপ্তাহের উব্দোধন করেন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সুবীর কুমার দাশ। সেসময় পরিবার পরিকল্পনা

কার্যালয়ের উপ-পরিচালক মোজাম্মেল করিম, সহকারী পরিচালক ওয়ালিউর রহমান, সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মিথিলা ইসলাম, মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের মেডিকেল অফিসার ডা. মাহবুবা আখতার তাবীয়া, ডা: সাদমান ফাহিম, ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সভাপতি আসিফ ইকবাল কাজল, রিপোটার্স ইউনিটির সভাপতি এম এ কবিরসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তারা জানান, শনিবার থেকে শুরু হওয়া এই সেবা ও প্রচার সপ্তাহ চলবে ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। সপ্তাহব্যাপী মা ও শিশুদের সেবা প্রাপ্তি সহজীকরণ এবং সেবার বার্তা প্রত্যন্ত এলাকার মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।

আজ ঝিনাইদহ হানাদার মুক্ত দিবস

আজ ৬ ডিসেম্বর। ঝিনাইদহ হানাদার মুক্ত দিবস। ১৯৭১ সালে দীর্ঘ ৯ মাস যুদ্ধ শেষে ৬ ডিসেম্বর পাক হানাদার ও তাদের দোসরদের হটিয়ে ঝিনাইদহকে শত্রুমুক্ত করে মুক্তিকামী বাংলার তরুণ বীর দামাল ছেলেরা। ঝিনাইদহে প্রথম উদিত হয় লাল-সবুজের পতাকা।

দেশ এবং ভারতে ট্রেনিংপ্রাপ্ত ঝিনাইদহ জেলার মুক্তিকামী নওজোয়ানদের নির্দেশ মতো মুক্তি বাহিনীর সদস্যরা পাকিস্তানী হানাদার বহিনী ও তাদের দোসর রাজাকারদের সমূলে বিনাশ করতে জীবন বাজী রেখে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামে এ দেশে প্রথম যে সম্মুখ প্রতিরোধ যুদ্ধ সংঘটিত হয় তা হয়েছিল ১এপ্রিল ঝিনাইদহ সদর উপজেলার বিষয়খালীতে। এই দিনে পাকবাহিনী যশোর ক্যান্টমেন্ট থেকে ভারী অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ঝিনাইদহ দখলের উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসতে থাকে। এ আক্রমণের খবর জেলার মুক্তিযোদ্ধারা পেয়ে যান। তারা যুদ্ধের অন্যতম স্থান হিসেবে বেছে নেন বিষয়খালীর বেগবতী নদীর তীরে তাদেরকে প্রবল বাঁধার সৃষ্টি করে। পাকবাহিনীকে রুখতে নদীর তীরের সেতু ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেয় মুক্তিযোদ্ধারা। এখানে পাকবাহিনীর সাথে মুক্তিবাহিনীর প্রায় ৮ ঘন্টা তুমুল যুদ্ধ হয়। নদীর তীরের সম্মুখ

যুদ্ধে ব্যর্থ হয়ে এক পর্যায়ে পাকহানাদার বাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হয়। ফিরে যাই যশোর ক্যান্টনমেন্টের দিকে।

৪ এপ্রিল শৈলকূপা উপজেলার গাড়াগঞ্জ যুদ্ধ, ৪ আগস্ট একই উপজেলার আলফাপুর যুদ্ধ, ১৪ অক্টোবর আবাইপুর যুদ্ধ ও ২৬ নভেম্বর কামান্না যুদ্ধ। এছাড়াও ৬ আগস্ট, ১৭ আগস্ট ও ১১নভেম্বর জেলার বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ১৯৭১ এর নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে একদিকে গেরিলা যুদ্ধ চরম আকার ধারণ করে অপরদিকে ভারতীয় বাহিনী ও মুক্তিবাহিনী যৌথভাবে (মিত্রবাহিনী) সীমান্ত অতিক্রম করে ভেতরে ঢুকে পড়ে। দেশের বিভিন্ন এলাকায় পাকহানাদার বাহিনী পিছু হটতে থাকে।

বিভিন্ন এলাকা থেকে শত্রুমুক্ত হওয়ার সংবাদ আসতে থাকে। মুক্তিসেনাদের সাঁড়াশি আক্রমণে পাকহানাদাররা যশোর ক্যান্টনমেন্টর দিকে পিছু হটতে বাধ্য হয়। ৩ ডিসেম্বর মুক্ত হয় মহেশপুর, ৪ ডিসেম্বর কোটচাঁদপুর এবং ৫ ডিসেম্বর কালীগঞ্জ এবং ১১ ডিসেম্বর শৈলকুপা হানাদার মুক্ত হয়।

এদিকে চুয়াডাঙ্গা এলাকা দিয়ে কপোতাক্ষ ও চিত্রানদী অতিক্রম করে ৬ ডিসেম্বর মুক্তিকামীরা ঝিনাইদহে প্রবেশ করে জেলা শহর মুক্ত করে। এসব যুদ্ধে সারা জেলায় ২’শত ৭৬ মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন। খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা রয়েছেন জেলায় মাত্র দুজন। তারা হলেন, বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান ও বীর প্রতীক সিরাজুল ইসলাম।

ঝিনাইদহ জেলার সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার অ্যাড.এস.এম মশিউর রহমান বলেন, মুক্তিবাহিনী এবং মিত্র বাহিনীর যৌথ অভিযানের মুখে ৬ ডিসেম্বর ঝিনাইদহ থেকে সকল হানাদার তাদের জীবন নিয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। মিত্র বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন কর্ণেল বাহেলে এবং লেঃ কর্ণেল পিকে দাস। ৬ ডিসেম্বর সকালে মুক্তি বাহিনী মিত্র বাহিনীকে স্বাগত জানায় এবং ঝিনাইদহে বেসামরিক প্রশাসন চালু করার প্রস্তাব দেন। তখনো সারাদেশে শামরিক শাসন চলছিল। বাংলাদেশের প্রথম বেসামরিক শাসন ব্যবস্থা চালু করার ফলে ঝিনাইদহ পাকিস্তান শাসন মুক্ত হয়। এই কারণে ৬ ডিসেম্বরকে আমরা ঝিনাইদহ মুক্ত দিবস হিসেবে বলে থাকি। আর এই মুক্ত হওয়ার খবর শুনার সাথে সাথে জেলার সর্বস্তরের মানুষ দলে দলে রাস্তায় নেমে এসে জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে উল্লাস করতে থাকেন। ফুল দিয়ে তারা মুক্তিসেনাদের বরণ করে নেন। ঝিনাইদহবাসীর কাছে দিনটি চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে। দিবসটি ঘিরে প্রতিবছর মুক্তিযোদ্ধা সংসদের পক্ষ থেকে র্যালি এবং

আলোচনা সভার আয়োজন করে থাকেন। মুক্তিযুদ্ধ আমাদের শিখিয়েছে বিজয় শুধু আনন্দ নিয়েই আসে না, স্বজন হারানোর বেদনাও নিয়ে আসে। তবে নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় গড়ে তোলার দাবি জানান ১৯৭১ এর এইসব বীর সেনারা।

ঝিনাইদহর সাংবাদিকতা ও একজন আজাদ রহমান বই এর মোড়ক উন্মোচন

ঝিনাইদহর সাংবাদিকতা ও একজন আজাদ রহমান বই এর মোড়ক উন্মোচন করা হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার সকালে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাব মিলনায়তনে ড.বি এম রেজাউল করিমের সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন, সাবেক উপাধ্যক্ষ এনএম শাহ জালাল, অধ্যক্ষ (অব:) সুষেন্দু ভৌমিক, সাবেক উপাধ্যক্ষ আব্দুস সালাম, সিটিজেন ফোরামের আহবায়ক ফজলুর রহমান খুররম, জেলা রিপার্টার্স ইউনিটির সভাপতি এম এ কবীর, ঝিনাইদহ প্রেসক্লাব সভাপতি আসিফ ইকবাল কাজল, সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম লিটন, আলী কদর প্রমূখ।

প্রথম আলো পত্রিকার নিজস্ব প্রতিবেদক আজাদ রহমানের কর্মময় জীবন, ঝিনাইদহের ৬টি উপজেলার সাংবাদিকতা, শিল্প. সাহিত্য, সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক এবং গৌররোজ্জল ইতিহাস সংকলন করা হয়েছে বইটিতে। বইটি প্রকাশ করেছে বেগবতি প্রকাশনি। ঝিনাইদহের বিশিষ্ট সাহিত্যিক এবং গবেষক সুমন শিকদার ৩৫২ পৃষ্ঠার বইটির মাধ্যমে ঝিনাইদহ কে নিয়ে তার সাহিত্য কর্ম ফুটিয়ে তুলেছেন।

অনুষ্ঠানে আজাদ রহমান বলেন, সুমন শিকদার অনবদ্য এই কাজটি করে আমাকে সম্মানিত করেছেন। ঝিনাইদহের ইতিহাস সমৃদ্ধ বইটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পথ দেখাবে।

ঝিনাইদহে ব্যবসায়ী মুরাদ হত্যা মামলার আরও দুই আসামী গ্রেপ্তার

ঝিনাইদহ শহরের পবহাটিতে ব্যবসায়ী মুরাদ হত্যা মামলার আরও দুই আসামীকে গ্রেফতার করেছে র্যাব-৬।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে ঢাকার সাভার এলাকার কুমারবাড়ী এলাকা থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃতরা হলো-ঝিনাইদহ শহরের কলাবাগান এলাকার খলিলুর রহমানের ছেলে সুলতান আহম্মেদ সোনা ও ভুটিয়ারগাতী এলাকার আক্তার হোসেনের ছেলে লাল।

র্যাব-৬, সিপিসি-২ ঝিনাইদহ ক্যাম্পের কোম্পানী কমান্ডার মেহেদী ইমরান সিদ্দিকী জানান, মুরাদ হত্যা মামলার দুই আসামী সাভারে অবস্থান করছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়। শুক্রবার দুপুরে আসামীদের সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

গত ২৯ নভেম্বর দুপুরে ঝিনাইদহ শহরের পবহাটি সিটিমোড়ে ইলেক্ট্রনিক্স ব্যবসায়ী মুরাদ হোসেনকে কুপিয়ে ও পিটিয়ে হত্যা করা হয়। এ ঘটনায় নিহতের স্ত্রী সাথী বেগম বাদি হয়ে সদর থানায় মামলা করলে আসামী গ্রেফতারে অভিযান শুরু করে ঝিনাইদহ র্যাব ক্যাম্প। এখন পর্যন্ত ৪ জন আসামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বাকি আসামীদের গ্রেফতারে অভিযান চলছে বলে জানিয়েছে র্যাব।

ঝিনাইদহে নছিমন চালককে কুপিয়ে

হত্যা

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে ওমর আলী নামে এক নসিমন চালককে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। আজ শুক্রবার সকালে মোবারকগঞ্জ সুগার মিল এলাকার ফার্মের মাঠসংলগ্ন রাস্তার পাশ থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

নিহত ওমর আলী উপজেলার বেলাট গ্রামের বাসিন্দা সাত্তার শেখের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে নসিমন নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন ওমর আলী। এরপর রাতে তিনি আর বাড়ি ফেরেননি। পরদিন সকালে ফার্মের মাঠে তার মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা পুলিশকে খবর দেন। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে।

কালীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম বলেন, ‘নসিমন ছিনতাইয়ের জন্য তাকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।

ঝিনাইদহে সাবা হত্যার বিচারের দাবিতে সড়ক অবরোধ

ঝিনাইদহ শহরতলীর পবহাটি এলাকায় শিশু সাইমা আক্তার সাবা হত্যার বিচারের দাবিতে লাশ নিয়ে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) দুপুরে ঝিনাইদহ-মাগুরা মহাসড়কের পবহাটি ঈদগাহ এলাকায় অবরোধ করেন নিহতের স্বজন ও এলাকাবাসী।

দুপুর ১২টা থেকে ২টা পর্যন্ত তারা সড়ক অবরোধ করে মানববন্ধন করেন। পরে সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হোসনে আরা ও পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাদের বিচারের আশ্বাস দিলে অবরোধ তুলে নেন তারা।

এদিকে, সড়ক অবরোধের কারণে দুই পাশে যানবাহনের দীর্ঘ সারি পড়ে যায়। এতে ভোগান্তিতে পড়েন সড়কে চলাচলকারীরা।

গতকাল বুধবার সকালে ঝিনাইদহ শহরতলীর পবহাটি এলাকার ভ্যানচালক সাইদুল ইসলামের চার বছরের কন্যা সাইমা আক্তার সাবা নিখোঁজ হয়। পরে রাত ৯টার দিকে প্রতিবেশী সান্তনা খাতুনের ঘর থেকে শিশুটির গলাকাটা লাশ উদ্ধার করা হয়।

ঝিনাইদহে তামাক নিয়ন্ত্রণে আলোচনা সভা

“স্থায়ীত্বশীল তামাক নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত উদ্যোগ জরুরী” এ বিষয়ে ঝিনাইদহে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) দুপুরে সদর উপজেলার কুমড়াবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের হল রুমে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

পদ্মা সমাজকল্যাণ সংস্থার আয়োজনে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কুমড়াবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ সিরাজুল করিম।

এতে সভাপতিত্ব করেন পদ্মা সমাজকল্যাণ সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মোঃ হাবিবুর রহমান। এসময় আলোচনা সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন কুমড়াবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মোঃ হায়দার আলী, পরিষদের প্রশাসনিক কর্মকর্তা নজরুল ইসলাম, সাংবাদিক বসির আহাম্মেদ, শিক্ষক মহাতাব উদ্দিন, আদিবাসি ফোরামের সভাপতি নীল কান্ত বিশ্বাস, ইউনিয়ন পরিষদের হিসাব সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর রফিকুল ইসলাম, উদ্যোক্তা মোঃ শাহ্ মিরাজ, ইউপি সদস্য হারুন-অর-রশিদ, পদ্মার মেহেদী হাসান, আশা লতা রানী, হাছিনা খাতুন, ফুলমালা, আছিয়া বেগম, মিরাজুল, ছবির আলী প্রমূখ।

ঝিনাইদহে ১৩ ঘন্টা নিখোঁজের পর প্রতিবেশীর ঘরে মিলল সাড়ে তিন বছরের শিশু সাবা’র লাশ

ঝিনাইদহ শহরের পবহাটি গ্রামের সিটির মোড় এলাকা থেকে ১৩ ঘন্টা নিখোঁজের পর প্রতিবেশীর ঘর থেকে শিশুটির বস্তাবন্দি লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।

বুধবার (৩ ডিসেম্বর) রাত ৯টায় সাড়ে তিন বছর বয়সী শিশু সাইমা আক্তার সাবার লাশ উদ্ধার করা হয়। সেকাল ৮টায় বাইরে খেলতে গিয়ে নিখোঁজ হয়। অনেক খোঁজা-খুজি ও মাইকিং করার পরেও বাচ্চাটিকে না পেয়ে তার বাবা ঝিনাইদহ সদর থানায় জিডি করে।

পরে রাত নয় টাই প্রতিবেশী মাসুদের স্ত্রী সান্তনার খাটের নিচ থেকে বস্তাবন্দি সাবার মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। এই ফুটফুটে শিশুটিকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে বলে প্রাথমিক সন্দেহ পুলিশের। শিশু সাবা ওই গ্রামের সাইদুল ইসলামের মেয়ে।

মিশুর স্বজনদের কাছ থেকে জানাযায়, সাবা বুধবার সকাল ৮টার দিকে খেলতে গিয়ে নিখোঁজ হয়, শিশুটির বাবা সদর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করেন। জিডি এন্ট্রির পর পুলিশ আশপাশের পুকুরসহ বিভিন্ন স্থানে তল্লাশি চালালেও সন্ধ্যা পর্যন্ত তার কোনো খোঁজ মেলেনা।

বুধবার সন্ধ্যার পর বস্তা বন্ধী লাশ নিয়ে প্রতিবেশী মাসুদের বউ সান্তনা খাতুন বাড়ীর পাশে একটা পুকুরে ফেলে দিতে গেলে ওই গ্রামের তোতা নামের একজনের সাথে দেখা হয়, এসময় মাসুদের বউ বস্তাটি নিয়ে দ্রুত বাড়ীতে চলে যাই এবং বস্তাবন্ধী সাবার লাশ তার নিজ খাটের নিচেই রেখে দেয়।

এ সময় প্রতিবেশী ও স্থানীয়রা রাত সাড়ে ৮টার দিকে মাসুদের স্ত্রীর সন্দেহ জনক আচরনের কারণে তার ঘরের মধ্যে খুজতে থাকে। এসময় তার খাটের নিচেই বস্তাবন্দি সাবার নিথর দেহ খুঁজে পাওয়া যায়।

ঝিনাইদহ সদর থানার এসআই মনোজ কুমার ঘোষ রাত ১০টার দিকে খবরের সত্যতা নিশ্চিত করেন। পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, সাবাকে

পরিকল্পিতভাবে মাথায় আঘাত করে হত্যা করা হয়েছে।

এছাড়া সান্তনার বয়ান থেকে জানা যায়, খেলার সময় সমবয়সি তার ছেলে জোবায়ের স্ট্যাম্প দিয়ে সাবার মাথায় আঘাত করলে সাবার মৃত্যু হয়, কিন্তু সে ভয়ে কাউকে না জানিয়ে লাশটি সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করছিল।

এই ঘটনায় প্রথমিক জিজ্ঞাসাবাদের জন্য প্রতিবেশি মাসুদের স্ত্রী সান্তনা খাতুন (৩০) কে পুলিশ আটক করেছে।

ফুটফুটে কন্যাশিশু সাইমা আক্তার সাবার লাশ উদ্ধারের পর পবহাটি গ্রামজুড়ে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। কন্যাশোকে শিশুটির পিতামাতা সম্পূর্ণ হতবিহ্বল। গ্রামের মানুষ এই জঘন্য হত্যাকান্ডের সঠিক তদন্ত সাপেক্ষে প্রকৃত খুনিকে চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্মা আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, পুলিশ ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে প্রকৃত দোষিকে চিহ্নিত করে শীঘ্রই গ্রেপ্তার করতে স্বক্ষম হবে। এই হত্যাকান্ডের ঘটনায় জিঞ্জাসাবাদের জন্য প্রতিবেশী মাসুদের স্ত্রী সান্তনা খাতুনকে গতকাল রাতেই আটক করা হয়েছে।